দৈনিক ইত্তেফাক

২২/২/২০০০

পৃঃ ৪ কলাম ৭

13

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাস করিবার পর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই থাকে। কিন্তু দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে প্রধান অন্তরায়। আর দেশে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তির ক্ষেত্রে চরম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। পার হইতে হয় অনেকগুলি কঠিন ধাপ। সেই ধাপের শুরু এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর হইতে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগরসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রয়োজন হয় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের নির্দিষ্ট একটি স্কোর এবং যথাক্রমে ৪% ও ৬% হিসাবে ১০০ নম্বর। উপরন্তু ভর্তি পরীক্ষা আর ভাইভা তো রহিয়াছেই। দেশের বিশেষ করিয়া মফস্বল এলাকায় পরীক্ষায় অবাধ নকলের সুবাদে একটি ভাল স্কোর তৈরী করা কম মেধাবী ছাত্রের পক্ষেও সম্ভব। অন্যদিকে অনেক মেধাবী ছাত্র বিভিন্ন কারণে ভাল নম্বর পাওয়া হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে ভর্তি পরীক্ষার স্কোর দৌড়ে সে পিছাইয়া যায় অনেকখানি। সেইখানে এক-দুই নম্বরের মধ্যে হাজার হাজার ছাত্র অবস্থান করিয়া থাকে, সেইখানে নম্বরের গুরুত্ব যে কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়। এই নম্বরের কারণেই সত্যিকার মেধাবী একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সুযোগ হারায়। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী ছাত্র অনায়াসেই স্কোরের জোরে চান্স পাইয়া যায়। এইভাবে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ১% হিসাবে মোট ২০ নম্বর ধরা হয়, যাহা সবার পক্ষে সহনীয়। এমতাবস্থায়, মেধার যথাযথ মূল্যায়নের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থায় ৪% ও ৬%-এর হিসাব তুলিয়া দিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ ইলিয়াস রহমান
১৪৮/এ আবেদঢালী রোড,
লেকসার্কাস, কলাবাগান,
ঢাকা-১২০৫